জবি শিক্ষক সেকান্দারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

জবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ১১:৪৫, ৫ নভেম্বর ২০২৪

'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল' আখ্যায়িত করে কলাম লেখা ও ফেস
কে পোস্ট দেয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অ
ধ্যাপক আবু সালেহ সিকান্দারকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে
আজ মঙ্গলবার তাকে সাময়িক বহিষ্কার ও বেতন
ভাতাসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা বন্ধ করতে হবে বলে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে মানববন্
নের ডাক দিয়েছেন শিক্ষার্থীর
সোমবার রাতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সামনে এক ব্যানারের পোস্টার টাঙ্গিয়ে
এ অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বিভাগটির সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

UNIBOTS

পোস্টারে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিত
'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল' আখ্যায়িত করে বিপ্লবী সরকারকে চ
লেঞ্জ ও বিগত স্বৈরাচারী সরকারকে পুনর্বহালের অপচেষ্টা অব্যাহত রাখায় নিম্নের শিক্ষকবে
অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো।

এবিষয়ে বিভাগটির শিক্ষার্থীরা জানান, আওয়ামী লীগের সময় প্রভাব খাটিয়ে ও বিরোধী শিক্ষ
কদের জামায়াত, শিবির ও জঙ্গি আখ্যায়িত করেন মানসিক পীড়া দিতেন আবু সালেহ সিব
ন্দার।
সরকার পতনের পরও ফেসবুকে আওয়ামী লীগের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট ও কলাম লিখে প্রচ
রণা চালাচ্ছেন
সম্প্রতি অনলাইন পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনে 'ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ভ
ল' শিরোনামে কলাম লিখেন তিনি।

কলামে তিনি উল্লেখ করেন
' যে আইনের ধারায় ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করেছে তা বেশ হাস্যকর ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত বলে মনে
হয়েছে।আল-
কায়েদা বা আইএস নিষিদ্ধ করা আর ছাত্রলীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনকে নি
ষিদ্ধ করা এক বিষয় নয়। দলীয়ভাবে ছাত্রলীগ আল
কায়েদা বা আইএসয়ের মতো ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকে উৎসাহীত করেনি
তাহলে আল
কায়েদা ও আইএসের মতো একই আইনে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করলে জনগণের কাছে বিশ্বা
যোগ্য হবে না এটাই স্বাভাবিক।' এর পরেই ফুঁসে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এদিকে জানা যায়, নারী কেলেঙ্কারি, থিসিস পেপার জালিয়াতি ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগের
প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে বিভাগের ক্লাস
পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় আবু সালেহ সেকেন্দারকে
তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট থেকে একটি তদন্ত কমিটি চলমান আছে
তবুও আওয়ামী লীগের প্রভাব খাটিয়ে এতোদিন পর্যন্ত বেতন ভাতা নিয়ে আসছেন তিনি।